মাদক মামলায় মেহেরপুর শহরের রাকিব গ্রেফতার

মাদক মামলার পলাতক আসামি হাসানুজ্জামান ওরফে রাকিব ((২৫) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
হাসানুজ্জামান মেহেরপুর শহরের বোষপাড়া এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে বোষপাড়া এলাকায় গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলামিন হোসেন সঙ্গীস্ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ৪, তারিখ ২/১১/২২ ইং।

গ্রেফতারকৃত হাসানুজ্জামান ওরফে রাকিবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

মেহেরপুরে আরো ৯ মাদক সেবির শরীরে মাদকের উপস্থিতি

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের মাদক বিরোধী যৌথ অভিযানে ৯ মাদক সেবক ও ত্রয় বিক্রয়ে সহায়তাকারিকে গ্রেফতার করে ডোপ টেষ্ট শেষে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এরা হলেন মেহেরপুর শহরের উত্তর স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার সোহরাব হোসেনের ছেলে রাজীব শেখ (৩৫) ও সাইফুল ইসলাম (৪০), বোশপাড়া এলাকার মৃত শাহাদৎ হোসেনের ছেলে আনোয়ার হোসেন ওরফে সোহাগ (২৫), পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃত বাবুর আলীর ছেলে শাকিল (২০), উত্তর ফৌজদারী পাড়া এলাকার আক্কাছ আলীর ছেলে বাহাদুর

(৩৮), বামনপাড়া এলাকার মৃতু মধু খাঁ’র ছেলে আব্দুল গফুর খাঁ (৪০), মাঠপাড়া এলাকার ইলিয়াছ হোসেনের ছেলে লিখন (২৪), মুখার্জিপাড়া এলাকার করিম মন্ডলের ছেলে মো: আলেক (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল (২৪)।

গতকাল বুধবার (১৬ নভেম্বর) সকাল ৮ টা থেকে বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়। পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে প্যাথলোজি বিভাগে তাদের ডোপ টেষ্ট করা হয়। হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ড. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের তত্বাবধানে এসব আসামিদের ডোপ টেষ্ট করে সকলের শরীরেই মাদকের উপস্থিতি পান তিনি।

মামলার আইও মেহেরপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, ৯ জনের শরীরেই গাঁজা ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মামলার আইও এসআই সোহরাব হোসেন বলেন, মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয় বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে মাদক নির্মূলে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানে অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের শুরুতে উত্তর স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাজীব শেখ ও তার ভাই সাইফুলকে আটক করা হয়।

আটকের পর তারা জানান, বামনপাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে শাওনের কাছ থেকে মাদকদ্রব্য কিনে ৮/৯ জন এক সাথে সেবন করি। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক নাম ঠিকানা পেয়ে বাকী ৭ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর হাসপাতালে নিলে ডোপ টেষ্টের মাধ্যমে তারা মাদক সেবি হিসেবে চিহিৃত হয়। পরে ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/২৫ ৪১ ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে।

আটক এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগে সদর খানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। গতকাল বুধবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যারর দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৪টি দোকানে জরিমান আদায়

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে জিলাপি, মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্য পণ্য তৈরি এবং মুল্যতালিকা না রাখার অপরাধে মেহেরপুরের ৪ টি প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের থানা রোড ও সদর উপজেলার গোভিপুর এলাকায় এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে থানা রোডের মেসার্স সায়েম মিষ্টান্ন ভান্ডারকে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে জিলাপি, মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্য পণ্য তৈরি ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৬ হাজার, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরাভাবে খাবার তৈরির অপরাধে একই আইনের ৪৩ ধারায় মেসার্স কালাম হোটেলকে ১ হাজার, মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য বিক্রয় ও পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় সদর উপজেলার গোবিপুরে মেসার্স ভাই ভাই স্টোরকে ২ হাজার ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্য প্রদর্শন না করায় ৩৮ ধারায় মেসার্স রাজন স্টোরকে ১ হাজার টাকাসহ ৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম তাকে সহযোগীতা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা, চোরাচালান, মানব পাচার, সন্ত্রাস-নাশকতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম। সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদার দর্শনা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর, দামুড়হুদা মডেল থাানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান ববি, উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দীন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী বলেন, উপজেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভালো তবে দুঃখজনক হলেও সত্য সরকার সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদার সুবলপুর থেকে ১১কিলোমিটার ভেরব নদ খননের টেন্ডার দেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভেরব নদ খনন কাজ শেষ করেন। খননের দুপাড়ের মাটি প্রকাশ্যে বিভিন্ন ইটের ভাটা ও মাটি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু স্থানে ভৈরব নদের পাড়ের মাটি উধাও হয়ে গেছে। যা সরকারের গাছ লাগানো ও

মাটি ডেসিং করা টেন্ডারের কাজ ব্যাহত হবে বলে এলাকাবাসি মনে করছেন।

ইতোমধ্যে ভৈরব নদের মাটি অপসরণ রোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসি দামুড়হুদা কে চিঠি দিয়েছেন বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তার পরও কোন অদৃশ্য শক্তির বলে ভৈরব নদের মাটি হরিলুট হচ্ছে তা আমার অজানা!!

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে শিশু বলাৎকার মামলার ১ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, ছিল বালি আর মাটি

কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, মাটি আর বালি দিয়ে ভরা ছিল গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে উদ্ধার কিশোর গ্যাং এর নামে রাখা সেই বোমার ভিতর।

গাংনী থানা পুলিশের বোমা বিস্ফোরক অভিজ্ঞ টিম বোমাটি নিস্ক্রিয় করার পরে সেটাই মিললো কসটেপ মোড়ানো সেই কৌটা থেকে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এমনটিই জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গভীর রাতে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়িতে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি নিস্ক্রিয় করা হয়। এসময় দেখা যায় ওই বস্তুটির ভিতরে বালি ও কাঁদায় ভরা। কৌটার উপরে লাল টেপ মোড়ানো।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালের দিকে বামন্দী বাজার থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নেন। বোমার গায়ে লেখা ছিল “সাবধান কিশোর গ্যাং”।

বামন্দীতে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২৮টি গাড়ি ও চালকের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর বামন্দীতে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২৮টি মোটরসাইকেল জব্দ ও পৃথক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এই অভিযান চালানো হয়।

মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকা ও চালকের

বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে মামলাগুলো দায়ের করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি শেষে গাড়ি গুলো দেওয়া হবে বলে জানান ট্রাফিক পুলিশ।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মুকুল হোসেন বলেন, বামন্দী বাজার এলাকায় জব্দকৃত গাড়ির কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই, এছাড়া চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট নেই। তাই এসব গাড়ি জব্দ শেষে পৃথক ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে।

জেলা ট্রাফিক পুলিশ অফিস থেকে মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে গাড়ি গুলো নিজ নিজ মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মোটারসাইকেল গুলো বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে রাখা হয়েছে। অভিযানে সহযোগীতা করেন, টিএসআই সুলতান আলী, এটিএসআই ইয়াহিয়া ও বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সহ অন্যান্য সদস্যরা।

পরীমণির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন র্যাব কর্মকর্তা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমণিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) আবু হেনা মোস্তফা কামাল। এই সাক্ষ্য নিয়ে সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ১৫ ডিসেম্বর ঠিক করেছেন।

ওই আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মাহাবুব আলম এই তথ্য নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে বলেন, এসআই আবু হেনা মামলার জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারক।

এই মামলায় গত ৫ জানুয়ারি পরীমণিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। মামলায় অভিযুক্ত তিন আসামি হলেন-পরীমণি, আশরাফুল ইসলাম ও কবির হোসেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শুনানির সময় আশরাফুল ও কবির

আদালতে হাজির ছিলেন। আর পরীমণির পক্ষে তার আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত হাজিরা দেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট রাজধানীর বনানীতে পরীমণির বাসায় অভিযান চালায় র্যাব। পরে রাজধানীর বনানী থানায় করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে মামলার বাদী র্যাব-১-এর ডিএডি মজিবর রহমান বলেন, গত বছরের ৪ আগস্ট দায়িত্বপালনের সময় জানতে পারেন, বনানীর লেকভিউ এলাকার বাসায় বিপুল মাদক মজুত রয়েছে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বাসায় অভিযান পরিচালনা করেন। পরীমণির বাসায় কাঠের ফ্রেম থেকে ১৯ বোতল বিদেশি মদ, ৪ গ্রাম আইস ও ১ ব্লট এলএসডি উদ্ধার করেন। পরে বাসা থেকে পরীমণি ও আশরাফুলকে গ্রেফতার করেন। র্যাব-১-এর প্রধান কার্যালয়ে পরীমণি ও আশরাফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী নজরুল ইসলামের নাম প্রকাশ পায়। পরে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। জেরার জবাবে র্যাবের ডিএডি মজিবর রহমান আদালতে বলেন, সেদিন অভিযান পরিচালনাকালে র্যাবের দুটি দল দায়িত্বে ছিল। একটি দল ইউনিফর্ম পরা ছিল। তার দলের সদস্য ছিলেন পাঁচজন।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আটক

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ডাকুকে আটক করেছে পুলিশ। আজিজুল হক ডাকু গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছা গ্রামের খোকন গাইনের ছেলে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) ভোর রাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামে সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করে আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিএনপি নেতা আজিজুল হক ডাকুকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলে, আজিজুল ইসলাম চৌগাছা গ্রামে একজন ভাল মানুষ। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করছি।

মেহেরপুরে ডোপ টেষ্টের মাধ্যমে মাদকসেবী সনাক্ত, গ্রেফতার ৭

সম্প্রতি মেহেরপুর শহরে মাদক সেবী এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যারা মাদক নিয়ে কারবার করছে তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেকেই আবার মাদক সেবন করেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে। এছাড়া শহরে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে অপরাধ। বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনাসহ নানা ধরনের অপরাধ বাড়ার কারণে আইনশৃংখলার ক্রমাঅবনতি দেখা দিচ্ছে।

সবগুলো বিষয় নিয়ে আইনশৃংখলার বিষয়টি পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সব ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় মাদকের অবাধ বিচরণ ও মাদক সেবির সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নানা ধরনের অপরাধ বাড়ছে। সবদিক বিবেচনা করেই পুলিশ মাঠে নেমেছে। অভিযানের প্রথম দিনেই মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত তুফান আলীর ছেলে মো: হাবিব (৪০), বামনপাড় এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে শাওন (২১), শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সুমন মন্ডলের ছেলে মুহিক (২২), আব্দুল মতিনের ছেলে শাকিল (২১), ইসমাইল হোসেনের ছেলে জনি(২৪), নতুনপাড়া এলাকার মহসিন আলীর ছেলে লিজন(৪০), সদর উপজেলার

আমদহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২)।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে মাদকসেবীদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেষ্ট করানো হয়। ডোপ টেষ্টে ৭ জনের শরীরেই বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের তত্ববধানে তাদের ডোপ টেষ্টা করা হয়।

ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন ৭ জনের শরীরে বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মামলার বাদী সদর ফাঁড়ির এসআই (নি:) সোহরাব বলেন, ডেপ টেষ্টের মাধ্যমে আসামিদের প্রমাণ করা গেছে তারা মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত। তারা প্রাথমিকভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, শহরের মেটার্নিটি হাসপাতালের পিছনে মিয়ারুল ইসলাম ও ফৌজদারী পাড়া এলাকার রেনুকা নামের মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করেন। হাবিব শাকিল ও জনির বিরুদ্ধে ক্রয় বিক্রয়ের সহায়তার অভিযোগে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/৪১ ধারায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। আসামি শাওন. লিজন ও মুহিতের বিরুদ্ধে মাদক সেবনসহ মাদক ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ২৫/৪১ ধারার অপরাধ এবং শাহিন অবৈধ মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/২৫/৪১ ধারায় অপরাধ করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেকেই মাদক সেবন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রমান না থাকায় তারা আইনের ফাক ফোকড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। ২০১৮ সালের একটি আইনের মাধ্যমে প্রমাণ না থাকলেও ডোপ টেষ্ট করে কারোর শরীরে মাদকের উপস্থিতি পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবে।

এছাড়া যারা মাদক ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবিরা মনে করে প্রমাণ না থাকলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবেনা। তাদের জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হবে। পুলিশের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।